দৈনিক সংবাদ

CC 159

তারিখ 2 JUN 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বিসিএস পরীক্ষা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৯৮৬ সালের বিসিএস পরীক্ষার দরখাস্ত চাওয়া হইয়াছে বেশকিছুদিন পূর্বে। ইদানিং দরখাস্ত জমা দেওয়ার তারিখ আরো ১ মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষা ১৯৮৪ সাল হইতে ১৬০০ মার্কের পরিবর্তে কমাইয়া ১১০০ মার্কে আনা হইয়াছে। এই সকল বিষয়েই পাবলিক সার্ভিস কমিশন যথেষ্ট নমনীয়তা দেখাইয়াছেন। তবে ৫০০ মার্ক কমাইয়া আমাদের এই পরীক্ষার মান যে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একটি বিষয়ে পিএসসি কেন এত কঠোর হইয়াছেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। বিষয়টি হইল শিক্ষাগত যোগ্যতা। এই পরীক্ষার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হইল ২য় শ্রেণীর স্নাতক অথবা স্নাতকে ৩য় শ্রেণী হইলে এস, এস, সি কিংবা এইচ, এস, সি এর যে কোন একটিতে ১ম বিভাগ হইলে স্নাতকসহ অন্যটিও ৩য় বিভাগ হইলেও চলিবে। কোন ক্ষেত্রে ৪ আবার কোন ক্ষেত্রে ৫ পয়েন্ট হইলেও যদি দরখাস্ত করার যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সিতে ২য় বিভাগ, বি,এ,তে ৩য় বিভাগ প্রাপ্ত প্রার্থীদের দোষটা কোথায়? তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ৫ পয়েন্ট প্রাপ্ত এই সকল প্রার্থীদেরকে ডাকা কি খুবই অযৌক্তিক হইবে? এই ধরনের প্রার্থীও দেশে যথেষ্ট হইবে না যে এত প্রার্থীর পরীক্ষা নেওয়া অসম্ভব হইবে। যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা সেখানে আপত্তিরই বা কি আছে? এর সপক্ষে নিম্নে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হইল

১) ১৯৮৩ সালে বিশেষ বিসিএস সংক্ষিপ্ত পরীক্ষায় যে কোন দুইটিতে ২য় বিভাগ প্রাপ্ত স্নাতক প্রার্থীদেরকে ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে বিস্তারিত পাঠ্যক্রমে তাদেরকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার কোন কারণ দেখি না। এই ধরনের প্রার্থী যাহারা ইতিপূর্বে চাকুরীতে আছে তাহারা অবশ্যই দক্ষতার পরিচয় দিয়া আরো উচ্চ পদে চাকুরী করিতেছেন। তাছাড়া যে কোন দুইটিতে ২য় বিভাগপ্রাপ্ত স্নাতক পাস প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তিরও সুযোগ রহিয়াছে।

২। ইহা লক্ষণীয় যে, বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলের প্রত্যাশায় এস,এস,সি, এইচ,এস,সি,ও স্নাতকের পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে সুবিধামত কেন্দ্র বাছিয়া লওয়ার হিড়িক পড়িয়া যায়। এই সম্পর্কে দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় বহু খবরও বাহির হইয়াছে যে, গ্রামের প্রার্থীরা কি করিয়া অধিকতর ভাল ফল পাইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ২য় বা ৩য় বিভাগ পাইল সে অধিকতর ভাল ছাত্র হইলেও বিসিএস পরীক্ষা দিতে পারিল না।

৩। বর্তমানে বি,এ পরীক্ষার পদ্ধতি অনেক সহজ হওয়ায় যেমন ১১০০ মার্কের স্থলে ১০০০ মার্ক অর্থাৎ ইংরেজীর ন্যায় বিষয়টি উঠাইয়াই দেওয়া হইয়াছে ফলে ২য় বিভাগ পাওয়ার পথ যথেষ্ট সুগম হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পূর্বে ইংরেজীসহ ৩য় বিভাগ পাইলেন তাহারা ভাল ছাত্র সত্ত্বেও উক্ত পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। এই বিষয়ে পাসের হারই ইহা প্রমাণ করে।

উপরোক্ত বিষয়টি পিএসসি'র ন্যায় একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান আশা করি অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিবেন। ইতিপূর্বেও বিষয়টি আমরা পত্রপত্রিকায় তুলিয়া ধরিয়াছি কিন্তু ইহা উপেক্ষিত রহিয়াছে। বিষয়টির প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি, পিএসসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করিতেছি।

রফিকুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ও দেলোয়ার, জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।